॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধেঽম্বরীষ-চরিতে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৪ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

এবং ভগবতাদিষ্টো দুর্ব্বাসাশ্চক্রতাপিতঃ। অম্বরীষমুপাবৃত্য তৎপাদৌ দুঃখিতোঽগ্রহীৎ ॥১॥
তস্য সোদ্যমমাবীক্ষ্য পাদস্পর্শ বিলজ্জিতঃ। অস্তারীত্তদ্ধরেরস্ত্রং কৃপয়া পীড়িতো ভৃশং ॥ ২ ॥
ত্বমগ্নির্ভগবান্ সূর্য্যস্ত্বং সোমো জ্যোতিষাং পতিঃ। ত্বমাপস্ত্বং ক্ষিতির্ব্যোমবায়ুর্মাত্রেন্দ্রিয়াণি চ ॥৩
সুদর্শন নমস্তুভ্যং সহস্রারাচ্যুতপ্রিয়। সর্ব্বাস্ত্রঘাতিন্ বিপ্রায় স্বস্তি ভূয়া ইড়স্পতে ॥ ৪ ॥

শ্রীধরস্বামী।

॥ * ॥ ইতি নবমে চতুর্থঃ ॥ * ॥

পঞ্চমে বিষ্ণুচক্রস্তু প্রসাদ্য প্রাণসঙ্কটাৎ। দুর্ব্বাসা রক্ষিতস্তেন যথা তদ্বৃত্তমীর্য্যতে ॥ ১ ॥
স উদ্যমমিতি চ্ছেদঃ সুলোপঃ পাদপূরণার্থঃ ॥ ২ ॥
জ্যোতিষাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ সোমঃ ত্বং মাত্রাণি ইন্দ্রিয়াণি চ। ত্বচ্ছক্ত্যৈবাগ্ন্যাদয়ঃ স্বস্বকার্য্যং কুর্ব্বন্তীত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥
সহস্রং আরা যস্য হে সহস্রার স্বস্তি শরণং ভূয়া ইড়স্পতে পৃথিবীপতে ॥ ৪ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবতে নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃতক্রমসন্দর্ভস্য চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

তস্যেতি তৈঃ। তত্র সুলোপঃ পাদপূরণ ইত্যস্য ভাবঃ। সাচিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি ষষ্ঠাধ্যায় প্রথমপাদগতং সূত্রেণেত্যর্থঃ। অন্যথা লোপঃ সাকল্যস্যেতি তৎ স্থানীয়স্য যস্য লোপে ত্রিপাদী গতত্বাৎ পূর্ব্বত্রাসিদ্ধমিতি ন্যায়েন সন্ধির্ন স্যাৎ ॥ ১—৬ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। নবমস্য চতুর্থোঽয়ং সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

পাদৌ স্পৃশন্ মুনিশ্চক্রং প্রসাদ্যৈবাবিতঃ স্তবন্। ভোজিতং চাম্বরীষেণ পঞ্চমেঽন্তে বনং গতং ॥ ১ ॥
তস্য দুর্ব্বাসসঃ সোঽম্বরীষঃ উদ্যমং স্তবাদ্যর্থমুদ্যমং সাচিলোপে চেৎ পাদপূরণমিতি সলোপে সন্ধিঃ ॥ ২ ॥ ৩ ॥
হে সহস্রধার হে ইড়স্পতে পৃথ্বীপতে ॥ ৪ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে চতুর্থ ॥ * ॥

পঞ্চম অধ্যায়ে বিষ্ণুচক্রকে প্রসন্ন করিয়া অম্বরীষ কর্ত্তৃক প্রাণ সঙ্কট হইতে দুর্ব্বাসার রক্ষণ ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন, হে রাজন্! চক্রাগ্নি তাপিত দুর্ব্বাসা ভগবানের ঐ প্রকার আদেশে তৎক্ষণাৎ অম্বরীষ সন্নিধানে আগমন করিলেন এবং দুঃখিত হইয়া তদীয় চরণ গ্রহণ করিতে উদ্যত হইলেন ॥১॥

ব্রাহ্মণে পাদস্পর্শ করাতে রাজর্ষি অম্বরীষ সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং তাঁহার কাতরতা দর্শনে অতীব পীড়িত হইয়া ভগবচ্চক্রের স্তব করিতে লাগিলন ॥ ২ ॥

যথা—হে সুদর্শন! তুমি অগ্নি, তুমিই ভগবান্ সূর্য্য, তুমিই নক্ষত্র সকলের পতি চন্দ্র, তুমিই, জল, তুমিই ভূমি, তুমিই আকাশ, তুমিই বায়ু, তুমিই তন্মাত্র সকল, তুমিই ইন্দ্রিয়চয় অর্থাৎ তোমার শক্তি দ্বারাই অগ্নি প্রভৃতি স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে ॥ ৩ ॥

অতএত তোমাকে নমস্কার করি। হে অচ্যুতপ্রিয়! তোমার সহস্র আরা (আল), হে সর্ব্বাস্ত্র-ঘাতিন্! হে পৃথ্বীপতে! এই বিপ্রবরকে রক্ষা কর ॥ ৪ ॥

ত্বং ধর্ম্মস্ত্বমৃতং সত্যং ত্বং যজ্ঞোঽখিলযজ্ঞভুক্। ত্বং লোকপালঃ সর্ব্বাত্মা তং তেজঃ পৌরুষং পরং ॥৫॥

নমঃ সুনাভাখিলধর্ম্মসেতবে হ্যধর্ম্মশীলাসুরধূমকেতবে।
ত্রৈলোক্যগোপায় বিশুদ্ধ বর্চ্চসে মনোজবায়াদ্ভুতকর্ম্মণে গৃণে ॥ ৬ ॥
ত্বত্তেজসা ধর্ম্মময়েন সংহৃতং তমঃ প্রকাশশ্চ দৃশো মহাত্মনাং।
দুরত্যয়স্তে মহিমা গিরাংপতে ত্বদ্রূপমেতৎ সদসৎ পরাবরং ॥ ৭ ॥

শ্রীধরস্বামী।

ব্রাহ্মণরক্ষণং তব যুক্তমেবেত্যাহ ত্বং ধর্ম্ম ইতি। ন চ তবেয়মতিস্তুতিরিত্যাহ পৌরুষঃ পুরুষস্য পরং তেজঃ সামর্থ্যং ত্বং। অয়ন্তাবঃ স ঐক্ষতেত্যাদি শ্রুতি প্রসিদ্ধং ভগবতঃ শোভনং দর্শনং সুদর্শনং তত এবচ সর্ব্বং জাতং অতএব ত্বং সর্ব্বাত্মেতি ॥ ৫ ॥

হে সুনাভ অদ্ভুতকর্ম্মাণং ত্বাং কঃ স্তোতুং সমর্থঃ অতস্তভ্যং কেবলং নমো গৃণে ইত্যন্বয়ঃ। অদ্ভুতকর্ম্মত্বমেবাহ অখিলানাং ধর্ম্মাণাং সেতবে মর্য্যাদা রূপায় অতএব অধর্ম্মশীলানামসুরাণাং ধূমকেতবে দাহকায় ত্রৈলোক্যং গোপায়তীতি তথা তস্মৈ বিশুদ্ধং অত্যুজ্জ্বলং বর্চ্চ স্তেজো যস্য তস্মৈ ॥ ৬ ॥

তদেব প্রপঞ্চয়তি ত্বত্তেজসেতি দ্বাভ্যাং। সূর্য্যাদেঃ প্রকাশশ্চ ত্বয়ৈব রূপ্যতে প্রকাশ্যত ইতি ত্বদ্রূপং ॥ ৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

ধর্ম্মময়েন তত্তেজসা দৃশস্তমঃ সংহৃতং। মহাত্মনাং সূর্য্যাদীনাং প্রকাশশ্চ ত্বত্তেজসৈব ভবতি। অতএব তব মহিমা দুরত্যয়ঃ। যত এতৎ সদসদপি ত্বদ্রূপং ত্বৎ প্রকাশ্যমেব ॥ ৭। ৮ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী

ঋতঞ্চ সুনৃতাবাণী সত্যঞ্চ সমদর্শনং। পৌরুষং বৈষ্ণবং তেজঃ ॥ ৫ ॥

তর্হি ভক্তি ধর্ম্ম সেতুপালায় তুভ্যং ক্রহন্তমেতমধার্ম্মিকং বিপ্রমবশ্যমহং তাপয়ামীত্যত আহ। অধর্ম্ম শীলা যে অসুরা স্তেষাং ধূমকেতবে ইতি ধর্ম্মশীলা অসুরা অধর্ম্মশীলা বিপ্রাশ্চ ব্যাবৃত্তাঃ। হে সুনাভ তুভ্যং নমো গৃণে স্তোতুং সামর্থ্যাভাবাদিতি ভাবঃ ॥ ৬ ॥

নন্থ তেজস্বিমানিনোঽস্য বিপ্রস্য চিকিৎসা অবশ্য কর্ত্তব্যেত্যত আহ। ত্বত্তেজসা ত্বত্তেজোবিভূতি রূপেণ সূর্য্যাদিনা দৃশঃ সর্ব্ব চক্ষুষ স্তথা মহাত্মনাং দৃশো জ্ঞানস্যচ প্রকাশ স্ত্বত্তেজসৈব ভবতি। ত্বদ্রূপ মেতত্তবৈব পরমেশ্বরত্বান্নহীশ্বরঃ স্বতেজোঽন্যস্মিন্ তেজস্বিনি দর্শয়েদিতি ভাবঃ ॥ ৭ ॥

হে সুদর্শন! ব্রাহ্মণ রক্ষণ তোমারই উপযুক্ত কর্ম্ম, যে হেতু তুমি সাক্ষাৎ ধর্ম্ম। অপর হে অমৃত! তুমি সত্য, তুমি যজ্ঞমূর্ত্তি এবং অখিল যজ্ঞভোক্তা। অধিকন্তু তুমি লোকপাল ও ঈশ্বরের পরম সামর্থ্য। হে চক্র! তোমার নাম সুদর্শন, তাহার অর্থ ভগবানের শোভন দর্শন, ভগবদ্দর্শন হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে অতএব তুমি সর্ব্বাত্মা ॥ ৫ ॥

অপর হে সুনাভ! তুমি অদ্ভুতকর্ম্মা, যে হেতু অখিল ধর্ম্মের সেতু স্বরূপ, অতএব তুমিই অধর্ম্ম রত অসুরদিগের ধূমকেতু অর্থাৎ দাহক। অপিচ তুমি ত্রৈলোক্যের রক্ষক, তোমার তেজঃ পুঞ্জ অত্যুজ্জ্বল তুমি মনের তুল্য বেগবান্, তোমার স্তব করিতে কে সমর্থ হইবে? অতএব আমি তোমার প্রতি কেবল নমঃ শব্দ প্রয়োগ করিতেছি ॥ ৬ ॥

হে সুদর্শন! তোমার ধর্ম্মময় তেজঃ দ্বারা অন্ধকার সংহৃত এবং মহাত্মাদিগের দৃষ্টি প্রকাশিত হইয়াছে। হে গীষ্পতে! তোমার মহিমা দুরত্যয়, সৎ অসৎ, পর অপর ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ তোমারই স্বরূপ, কারণ সূর্য্যাদির প্রকাশও তোমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৭ ॥

যদা বিসৃষ্টস্ত্বমনঞ্জনেন বৈ বলং প্রবিষ্টোঽজিত দৈত্য দানবং।
বাহূদরোর্ব্বঙ্ঘ্রি শিরোধরাণি বৃশ্চন্নজস্রং প্রধনে বিরাজসে ॥ ৮ ॥
স ত্বং জগত্ত্রাণ খল প্রহাণয়ে নিরূপিতঃ সর্ব্বসহো গদাভৃতা।
বিপ্রস্যচাস্মৎকুল দৈবহেতবে বিধেহি ভদ্রং তদনুগ্রহোহি নঃ ॥ ৯ ॥
যদ্যস্তি দত্তমিষ্টং বা স্বধর্ম্মোবা স্বনুষ্ঠিতঃ। কুলং নো বিপ্রদৈবঞ্চেৎ দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥
যদি নো ভগবান্ প্রীত একঃ সর্ব্বগুণাশ্রয়ঃ। সর্ব্বভূতাত্ম ভাবেন দ্বিজো ভবতু বিজ্বরঃ ॥ ১০ ॥

শ্রীধরস্বামী।

হে অজিত অনঞ্জনেন হরিণা যদা বিসৃষ্ট স্ত্বং তদা দৈত্যদানবানাং বলং প্রবিষ্টঃ সন্ তেষাং বাহ্বাদীন্ ভিন্দন্ বিরাজসে। প্রবিষ্টোর্জিত দৈত্যদানবমিতিপাঠে ঊর্জিতা দৈত্যদানবা যস্মিন্ তদ্বলং পূর্ব্বপদে সন্ধিরার্ষঃ ॥ ৮ ॥

কিঞ্চ ত্বয়া ভগবন্নিযুক্তেন খলানামেব দণ্ডঃ কার্য্যঃ সাধবস্তু রক্ষণীয়া অতো বিপ্ররক্ষণেনাস্মান্ অনুগৃহাণেত্যাহ সত্বমিতি। হে জগত্ত্রাণ স এবং ভূতস্ত্বং খলানামেব প্রহরণার্থং নিরূপিতো নিযুক্তঃ অতোঽস্মৎ কুলস্য দৈবহেতবে ভাগ্যলাভায় বিপ্রস্য ভদ্রং বিধেহি তদেব নোঽনুগ্রহঃ ॥ ৯ ॥

সর্ব্ব সুকৃতার্পণেন বিপ্ররক্ষাং প্রার্থয়তে যদাস্তীতি দ্বাভ্যাং। বিপ্রোদৈবং দেবতা যস্মিন্ তৎ ॥ ১০ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

প্রহাণয়ে প্রকৃষ্টহান্যর্থং ॥ ৯ ॥

তত্র ভগবৎ প্রীতিমাত্রার্থ যদ্যৎ কৃতং তত্তু বুদ্ধিং পরীক্ষ্যতে। দ্বিজ ইতি। দ্বিজস্য বিজ্বরীভাবং কুর্ব্বীথা ইত্যর্থঃ। অন্যথায়ং মহানত্যয়ঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ১০। ১১। ১২। ১৩ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

নন্থ তদপ্যানেন সহ বিহর্ত্তুকামোস্মীতি চেন্মৈবং তবাসুর সংগ্রাম এব বিহাররঙ্গভূমিরিত্যাহ। যদেতি অনঞ্জনেন শ্রীহরিণা হে অজিত প্রবিষ্টোর্জ্জিতদৈত্য দানব মিতি পাঠে ঊর্জ্জিতা দৈত্যদানবা যত্র তদ্বলং সন্ধিরার্ষঃ। বৃশ্চন্ ছিন্দন্ প্রধনে সংগ্রামে।৮

নন্বহং ত্বদ্বিদ্বেষি সংহারায় ভগবতা নিযুক্ত স্তত্র ন কেবলমেবমেবেত্যাহ। হে জগত্ত্রাণ খলানাং প্রহাণয়ে সংহারায় সর্ব্বসহঃ সর্ব্ব বল স্বরূপঃ। যদ্বা বাৎসল্যাৎ সর্ব্বমপ্যপরাধমস্মাকং সহসে ইতি সর্ব্বসহঃ। অস্য বিপ্রস্যাপরাধঃ ক্ষম্যতামিতি ভাবঃ। নচাস্য মদ্বিদ্বেষিত্বমিত্যাহ। অস্মৎ কুলস্য দৈবহেতবে ভাগ্যলাভায় বিপ্রস্য ভদ্রং বিধেহি ॥ ৯ ॥

তদপি বিপ্র মত্যজচ্চক্রমালক্ষ্য শপথং কুর্ব্বন্নাহ। যদ্যস্তীতি বিপ্রদৈবং বিপ্রদেবতাকং ॥

তং শপথমমানয়চ্চক্রমালোক্যাসাধারণং শপথমাহ যদীতি সর্ব্বেষু ভূতেষু আত্মন ইব যোভাব স্তেন যদি প্রীতঃ ॥ ১০ ॥

হে অজিত! অনঞ্জন ভগবান্ কর্ত্তৃক যখন তুমি বিমুক্ত হও তখন দৈত্য দানব মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগের বাহু, উদর, ঊরু, চরণ এবং কন্দর নির্ভিন্ন করত সমরাঙ্গনে বিরাজ করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

হে জগত্ত্রাণ! তুমি এবম্ভূত গুণ সম্পন্ন, ভগবান্ গদাধর খল ব্যক্তিদিগের প্রহরণার্থ তোমাকে নিযুক্ত করিয়াছেন, অতএব আমাদিগের কুলের সৌভাগ্য নিমিত্ত এই বিপন্ন ব্রাহ্মণের মঙ্গল বিধান কর। ইহা করিলেই আমাদের প্রতি মহান্ অনুগ্রহ বিস্তার হইবে ॥ ৯ ॥

হে সুদর্শন! যদি আমার কোন দান অথবা যজ্ঞ জন্য সুকৃত থাকে, যদি আমি স্বধর্ম্মের সুন্দর রূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকি, আর আমাদের কুলদেবতা যদি বিপ্র হন্, প্রার্থনা করি তৎ প্রভাবে এই দ্বিজ আশু বিজ্বর হউন। অপিচ অদ্বিতীয় এবং ভূতের প্রতি আত্মভাব হেতু সর্ব্ব গুণাশ্রয় ভগবান্ আমাদের প্রতি যদি প্রীত থাকেন তবে তাঁহার প্রসাদে এই দ্বিজ বিজ্বর হউন ॥ ১০ ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

ইতি সংস্তুবতো রাজ্ঞো বিষ্ণুচক্রং সুদর্শনং। অশাম্যৎ সর্ব্বতো বিপ্রং প্রদহদ্রাজযাচ্ঞয়া ॥

সমুক্তোঽস্ত্রাগ্নি তাপেন দুর্ব্বাসাঃ স্বস্তিমাং স্ততঃ। প্রশশংস তমুর্ব্বীশং যুঞ্জানঃ পরমাশিষঃ ॥

দুর্ব্বাসা উবাচ ॥

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে। কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥

দুষ্করঃ কোনু সাধূনাং দুস্ত্যজো বা মহাত্মনাং। যৈঃ সংগৃহীতো ভগবান্ সাত্বতামৃষভো হরিঃ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রেণ পুমান্ ভবতি নির্ম্মলঃ। তস্য তীর্থপদঃ কিম্বা দাসানামবশিষ্যতে ॥

রাজন্নুগৃহীতোঽহং ত্বয়াতি করুণাত্মনা। মদঘং পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা প্রাণা যন্মেঽভিরক্ষিতাঃ ॥ ১১ ॥

রাজা তমকৃতাহারঃ প্রত্যাগমন কাঙ্ক্ষয়া। চরণাবুপসংগৃহ্য প্রসাদ্য সমভোজয়ৎ।

সোঽশিত্বাদৃতমানীতমাতিথ্যং সার্ব্বকামিকং। তৃপ্তাত্মা নৃপতিং প্রাহ ভুজ্যতামিতি সাদরং ॥১২॥

শ্রীধরস্বামী।

রাজ্ঞ স্তস্যৈব যাচ্ঞয়া ॥ ১১ ॥

রাজেত্যাদি শ্লোকদ্বয়ং শুকোক্তিঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী

বিপ্রং সর্ব্বতঃ প্রদহদপ্যশাম্যৎ ॥

কৃতাগসোপি ত্বদমঙ্গল মীহমানস্যাপীত্যর্থঃ ॥

দুষ্করোঽনুগ্রহঃ দুস্ত্যজোঽপরাধঃ। সংগৃহীত ইতি যথান্যৈর্ধনানি সংগৃহ্যন্তে তথেত্যর্থঃ। হরিঃ সংগৃহীতোপি তদীয়ক্লেশং হরতীত্যর্থঃ ॥ ১১ ॥

সদুর্ব্বাসা আদৃতং যথাস্যাত্তথা আনীত মাতিথ্যর্থমন্নাদিকং ॥ ১২ ॥

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্! রাজর্ষি অম্বরীষ উক্ত প্রকারে স্তব করিতে থাকিলে ভগবানের সুদর্শন চক্র যাহা বিপ্রবর দুর্ব্বাসাকে দগ্ধ করিতেছিল, ঐ রাজার যাচ্ঞাতেই প্রশান্ত হইল। অতএব দুর্ব্বাসা অস্ত্রাগ্নি তাপ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া কল্যাণবান্ হইলেন। তদনন্তর ঐ মুনি দুর্ব্বাসার প্রতি আশীর্ব্বাদ প্রয়োগ করিয়া ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা কহিলেন, অহো! অনন্ত দাসদিগের অদ্ভুত মহত্ত্ব অদ্য আমার দৃষ্টিগোচর হইল। হে রাজন্! আমি কৃতাপরাধ, তথাপি তুমি আমার কল্যাণ চেষ্টা করিলে। অথবা যে সকল ব্যক্তি সাত্বতপতি ভগবান্ হরিকে সংগ্রহ করিয়াছেন সেই সকল মহাত্মা সাধু পুরুষের দুষ্কর অথবা দুস্ত্যজ কি আছে? যাঁহার নাম শ্রবণ মাত্রে পুরুষ নির্ম্মল হয় তীর্থপাদ সেই ভগবানের দাসদিগের কোন্ কার্য্যই বা অবশিষ্ট থাকে?। যাহা হউক, হে রাজন্! তুমি অতি করুণাত্মা আমার প্রতি সুমহৎ অনুগ্রহ প্রকাশ হইল, যে হেতু আমার অপরাধের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া প্রাণ রক্ষা করিলে ॥ ১১ ॥

অনন্তর রাজা অম্বরীষ আহার না করিয়া প্রত্যাগমন আকাঙ্ক্ষায় দুর্ব্বাসার চরণ ধারণ করিলেন এবং বারম্বার নমস্ক্রিয়া দ্বারা তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া ভোজন করাইলেন, সাদরে সমানীত সর্ব্বাভিলাষ সম্পাদক আতিথ্য স্বীকারে মহর্ষি দুর্ব্বাসার সাতিশয় পরিতোষ হইল, আহারানন্তর আদর পূর্ব্বক আহ্বান করিয়া রাজাকে বলিলেন মহারাজ! তুমিও আহার কর ॥ ১২ ॥

প্রীতোঽস্ম্যনুগৃহীতোঽস্মি তব ভাগবতস্য বৈ। দর্শনস্পর্শনালাপৈ রাতিথ্যেনাত্মমেধসা ॥ ১৩ ॥
কর্ম্মাবদাতমেতত্তে গায়ন্তি স্বস্ত্রিয়োমুহুঃ। কীর্ত্তিং পরম পুণ্যাঞ্চ কীর্ত্তয়িষ্যতি ভূরিয়ং ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
এবং সংকীর্ত্ত্য রাজানং দুর্ব্বাসাঃ পরিতোষিতঃ। যযৌ বিহায়সামন্ত্র্য ব্রহ্মলোকমহৈতুকং ॥ ১৪ ॥
সংবৎসরোঽত্যগাত্তাবদ্যাবতা নাগতো গতঃ। মুনি স্তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী রাজাব্ভক্ষো বভূব হ ॥ ১৫ ॥

শ্রীধরস্বামী।

প্রীতোঽস্মীতি শ্লোকদ্বয়ং পুনশ্চ বিপ্রোক্তিঃ। আত্মনি মেধা যেনাতিথ্যেন ॥ ১৩ ॥
ভূরিয়ং তত্রস্থো জনঃ কীর্ত্তয়িষ্যতি ॥ ১৪ ॥
তস্য ধৈর্য্যাতিশয়মাহ গতো মুনির্যাবতা নাগতঃ তাবৎ সংবৎসরোঽতিক্রান্ত ইতি ॥ ১৫ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

অহৈতুকমিতি। ন বিদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুষ্কতর্কনিষ্ঠবেদবহির্ম্মুখাঃ যত্র তমিত্যর্থঃ ॥ ১৪ ॥
অব্ভক্ষঃ পূর্ব্বমপ্‌মাত্র ভক্ষিতবান্ রাজা তদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষএব বভূব নতু তাবন্মাত্রমপি ভক্ষিতবানিত্যর্থঃ। দ্বিজোপযোগাদিতি পবিত্রমিতি দ্বিজানাং ভগবৎ প্রধানানামুপযোগেন শ্রীভগবতঃ প্রীত্যতিশয়াৎ ॥ ১৫ ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

তব দর্শনাদিভিঃ কর্ত্তৃভিরনুগৃহীতঃ অতএব প্রীতঃ। অস্মীতি বর্ত্তমাননির্দ্দেশাৎ পূর্ব্বমত্বদর্শনাদিভির্নৈবানুগৃহীতোহম প্রীত এবাভূবং যতস্ত্বাং নিরাগসমপি জ্বলয়িতুং মহাক্রোধান্ধঃ কৃত্যামসৃজং। তেন ভক্তকর্ম্মকাণ্ড্যেব তদ্বিষয়কভক্ত্যুত্থানেব দর্শনাদীনি যদি স্যু স্তদৈব তানি তপস্বি জ্ঞানি বিপ্রানপ্যনুগৃহ্ণন্তি নান্যথেত্যত্রাহমেব দৃষ্টান্ত ইতি সিদ্ধান্তো ধ্বনিতঃ। তথা আত্মমেধসা আত্মনো মম মেধসা ঈদৃশ্যা বুদ্ধ্যা যদাম্বরীষ বচন গ্রহণ প্রতিপাদনীয়ং মে বুদ্ধির্নাভবিষ্যৎ তদা কথমতরিষ্যং তেন চক্র দত্ত মহাতাপোপি মম পরমোপকারকঃ সংসারতারক ভক্তি মার্গজ্ঞাপকোঽভূদিতি ভাবঃ ॥ ১৩ ॥
অবদাতং শুদ্ধং ॥
ব্রহ্মলোকমিতি তত্রত্যা ব্রহ্মানুভবিনঃ স্ববন্ধূন্ প্রতি স্বীয় স্বাস্থ্যং হরের্ভক্তবশ্যতাং ভক্তানাং ভক্তেশ্চ মহাপ্রভাবং বক্তুমিতি ভাবঃ ন বিদ্যন্তে হৈতুকাঃ শুষ্ক তর্ক নিষ্ঠা যত্র তং ॥ ১৪ ॥
গতো মুনির্যাবতা কালেন নাগতঃ তাবৎ তাবতা সংবৎসরঃ অত্যগাৎ নিষ্ক্রান্তঃ ॥ ১৫ ॥

হে রাজন্! তুমি পরম ভাগবত, আমি তোমা কর্ত্তৃক অনুগৃহীত হইলাম, তোমার এই দর্শনে, এই আলাপে এবং যাহাতে আত্মায় মেধা হয়, তদ্রূপ এই আতিথ্যে তোমার প্রতি আমার যৎপরোনাস্তি প্রীতি জন্মিল ॥ ১৩ ॥

স্বর্গবাসি সুরাঙ্গনা সকল তোমার এই নির্ম্মল কর্ম্ম সর্ব্বদাই গান করিবেন আর পৃথিবীস্থ মানব কুল সতত তোমার পবিত্র কীর্ত্তি কীর্ত্তন করিবে।

শুকদেব কহিলেন হে রাজন্ পরীক্ষিৎ! মহর্ষি দুর্ব্বাসা পরিতুষ্ট চিত্তে এই প্রকার কহিয়া রাজর্ষি অম্বরীষের সহিত সম্ভাষণানন্তর আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে গমন করেন ॥ ১৪ ॥

কিন্তু তিনি গমন করিয়া যাবৎ পর্য্যন্ত না আসিয়াছিলেন তাবৎ পর্য্যন্ত সম্বৎসর কাল অতিক্রান্ত হইলেও রাজা অম্বরীষ তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় জল মাত্রাহারী হইয়াছিলেন ॥ ১৫ ॥

গতেঽথ দুর্ব্বাসসি সোঽম্বরীষো দ্বিজোপযোগাতিপবিত্রমাহরৎ।
ঋষে র্বিমোক্ষং ব্যসনঞ্চ বীক্ষ্য মেনে স্ববীর্য্যঞ্চ পরানুভাবং ॥ ১৬ ॥
এবং বিধানেক গুণঃ স রাজা পরাত্মনি ব্রহ্মণি বাসুদেবে।
ক্রিয়াকলাপৈঃ সমুবাহ ভক্তিং যয়া বিরিঞ্চ্যাম্নিরয়াংশ্চকার ॥
শ্রীশুক উবাচ ॥
অথাম্বরীষস্তনয়েষু রাজ্যং সমানশীলেষু বিসৃজ্য ধীরঃ।
বনং বিবেশাত্মনি বাসুদেবে মনোদধদ্ধ্বস্ত গুণপ্রবাহঃ ॥
ইত্যেতৎ পুণ্যমাখ্যানমম্বরীষস্য ভূপতেঃ। সংকীর্ত্তয়ন্ননুধ্যায়ন্ ভক্তো ভগবতো ভবেৎ ॥
অম্বরীষস্য চরিতং যে শৃণ্বন্তি মহাত্মনঃ। মুক্তিং প্রযান্তি তে সর্ব্বে ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রসাদতঃ ॥১৭

শ্রীধরস্বামী।

দ্বিজস্যোপযোগেন ভোজনেন অতি পবিত্রমাহরৎ বুভুজে স্ববীর্য্যঞ্চ ধৈর্য্যাদি লক্ষণং পরানুভাবং শ্রীভগবতঃ প্রভাবং মেনে ॥১৬ এবংবিধা অনেক গুণা যস্য সঃ বিরিঞ্চ্য পদ সহিতান্ ভোগান্ নিরয় প্রায়ান্ অপশ্যদিত্যর্থঃ ॥ ১৭ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

তাদৃশোপদ্রবান্তরমাশঙ্ক্য পুত্রস্য যোগ্যতাং দৃষ্ট্বাচ তত্র স্থিতিং বিহায় বনে মানস সেবায়ামেব মনশ্চকারেত্যাহ অথেতি ॥১৬।১৭

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

দ্বিজস্য উপযোগেন অতিপবিত্রং আহরৎ আহারং কৃতবান্। স্ববীর্য্যঞ্চ ধৈর্য্যাদি লক্ষণং পরস্য ভগবত এবানুভাবং প্রভাবং নতু স্বস্য ॥ ১৬ ॥

পরাত্মনীতি পরমাত্মা ব্রহ্ম ভগবানিত্যেকতত্ত্বো যো বাসুদেব স্তস্মিন্। ক্রিয়াকলাপৈর্ম্মন্দির মার্জ্জনাদ্যৈ র্যয়া ভক্ত্যা আবিরিঞ্চ্যাৎ ভোগান্ নরকতুল্যান্ ॥

মনোদধৎ মনোধাতুং বনং বিবেশ। ননু স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো রিত্যুক্তের্গার্হস্থ্যেপি সংপূর্ণং মনোভগবত্যাসীদেব সত্যং ভক্তাবনুরাগিণঃ খলু মহাধনগৃধ্নোর্ব্বণিজ ইব স্বভাবো ভবেৎ। কোটীশ্বরোপি বণেগাত্মানমল্প ধনং মন্যমানো ধনমুপার্জ্জয়িতুং যথা সমুদ্রান্তমপি গচ্ছতি তথৈব ভক্তোপি ভক্তিমুপার্জ্জয়িতুমিতি ॥ ১৭ ॥

তদনন্তর সেই ঋষি প্রত্যাগত হইলে ঐ রাজা ব্রাহ্মণভোজন দ্বারা পবিত্রিত ভোজ্য ভোজন করিলেন এবং ঋষির ব্যসন ও পরিত্রাণের বিষয় স্মরণ করিয়া আপনার ধৈর্য্যাদি রূপ বীর্য্য ও ভগবানের প্রভাব মান্য করিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

হে ভারত! অম্বরীষ নরপতির এবম্বিধ গুণ, তিনি ক্রিয়া কলাপ দ্বারা পরমাত্মা ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি পরম ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সেই ভক্তির প্রভাবে ব্রহ্মপদ সহিত সর্ব্ব প্রকার ভোগ তাঁহার সমক্ষে নিরয় প্রায় বোধ হইত।

শুকদেব কহিলেন তদনন্তর ঐ ধীর অম্বরীষ আপনার তুল্য শীলবান্ তনয়ের প্রতি রাজ্যভার সমর্পণ করিয়া বন প্রবেশ করিলেন। তিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রতি আত্ম মনঃ ধারণ করাতে তদীয় গুণ প্রবাহ বিধ্বস্ত হইয়া গেল। হে রাজন্! অম্বরীষ ভূপতির এই পবিত্র উপাখ্যান যে ব্যক্তি কীর্ত্তন এবং সতত ধ্যান করেন তিনি ভগবদ্ভক্ত ভাগবত হইবেন। অপর যে সকল মানব ভক্তি পূর্ব্বক মহাত্মা অম্বরীষের চরিত্র শ্রবণ করিবেন তাঁহারা সকলেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রসাদে অনায়াসে মুক্তি পদ প্রাপ্ত হইতে পারিবেন ॥ ১৭ ॥

॥ * ॥ ইতি শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে পারমহংস্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং নবমস্কন্ধেঽম্বরীষোপাখ্যানং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ * ॥ ৫ ॥ * ॥

শ্রীশুক উবাচ ॥

বিরূপঃ কেতুমান্ শম্ভুরম্বরীষ সুতাস্ত্রয়ঃ। বিরূপাৎ পৃষদশ্বোঽভূৎ তৎপুত্রস্তু রথীতরঃ ॥ ১ ॥
রথীতরস্যাপ্রজস্য ভার্য্যায়াং তন্তবেঽর্থিতঃ। অঙ্গিরা জনয়ামাস ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ সুতান্ ॥ ২ ॥
এতে ক্ষেত্রপ্রসূতা বৈ পুনস্ত্বাঙ্গিরসাঃ স্মৃতাঃ। রথীতরাণাং প্রবরাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ঃ ॥৩

শ্রীধরস্বামী।

॥ * ॥ ইতি নবমে পঞ্চমঃ ॥ * ॥

ষষ্ঠারম্ভেঽম্বরীষস্য বংশমুক্ত্বা ততঃ পরং। ষষ্ঠাদ্যাষ্টভিরধ্যায়ৈ রিক্ষ্বাকোর্বংশ উচ্যতে। তত্র ষষ্ঠে শশাদাদির্মান্ধাত্রন্তো নিরূপ্যতে। প্রসঙ্গাৎ সৌভরে রাখ্যা মান্ধাতৃতনয়াপতেঃ ॥ ১ ॥

তন্তবে সন্তানার্থং ॥ ২ ॥

যে অঙ্গিরসা জনিতা এতে রথীতরস্য ক্ষেত্রে প্রসূতত্বেন রথীতর গোত্রাঃ সন্তঃ অঙ্গিরসো বীর্য্যেণ প্রসূতত্বাদাঙ্গিরসাশ্চ পুনরপি রথীতরাণাং অন্যেষাং জাতানাং প্রবরা মুখ্যাঃ স্মৃতাঃ। যতঃ ক্ষেত্রোপেতা ব্রাহ্মণা ইত্যর্থঃ ॥ ৩ ॥

ক্রমসন্দর্ভঃ।

॥ * ॥ ইতি শ্রীমদ্ভাগবত নবমস্কন্ধে শ্রীজীবগোস্বামিকৃত ক্রমসন্দর্ভস্য পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সমাপ্তঃ ॥ * ॥

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী।

॥ * ॥ ইতি সারার্থদর্শিন্যাং হর্ষিণ্যাং ভক্তচেতসাং। নবমে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ সঙ্গতঃ সঙ্গতঃ সতাং ॥ * ॥

ষষ্ঠে শশাদেক্ষ্বাহ যুবনাশ্ব কথোচ্যতে। মান্ধাতুশ্চ চরিত্রান্তঃ সৌভর্য্যাখ্যানমদ্ভুতং ॥ ১ ॥

তন্তবে সন্তানার্থং ॥ ২ ॥

রথীতরস্য ক্ষেত্রে ভার্য্যায়াং প্রসূতত্বাদঙ্গিরসো বীর্য্যজাতত্বাৎ এতে রথীতর প্রবর পুত্রত্বেন প্রসিদ্ধাঃ ক্ষেত্রোপেতা দ্বিজাতয়ো বিপ্রাঃ। দ্বে জাতী যেষাং তে ইত্যন্বর্থসংজ্ঞা ॥ ৩ ॥

॥ * ॥ ইতি নবমে পঞ্চম ॥ * ॥

ষষ্ঠাধ্যায়ে অম্বরীষ বংশ, শশাদ অবধি মান্ধাতৃ পর্য্যন্তের বৃত্তান্ত এবং প্রসঙ্গতঃ মান্ধাতৃ তনয়াপতি সৌভরির উপাখ্যান ॥ ০ ॥

শুকদেব কহিলেন অম্বরীষের তিন পুত্র বিরূপ, কেতুমান্ এবং শম্ভু। তন্মধ্যে বিরূপের তনয় পৃষদশ্ব, তাহার সন্তান রথীতর ॥ ১ ॥

রথীতরের পুত্র বা কন্যা কিছুই হয় নাই, তিনি অপ্রজ ছিলেন, এ কারণ তাঁহার প্রার্থনানুসারে সন্তানার্থ অর্থিত হইয়া মহর্ষি অঙ্গিরা তদীয় ভার্য্যায় ব্রহ্মবর্চ্চস্বি কতিপয় সন্তান উৎপন্ন করিয়া দেন ॥২

হে রাজন্! অঙ্গিরা হইতে যে সকল সন্তান জন্মিয়াছিল তাহারা রথীতরের ক্ষেত্রে প্রসূত হওয়াতে যদিও রথীতর গোত্র হইয়াছিল তথাচ অঙ্গিরার ঔরসে উৎপত্তি নিমিত্ত আঙ্গিরস বলিয়াও বিখ্যাত হয়, অধিকন্তু যেহেতু তাহারা ক্ষেত্রোপেত ব্রাহ্মণ একারণ অন্যান্য রথীতর সন্তানদিগের মধ্যে মুখ্য ছিল ॥৩